তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০১১

**ডিজেল চালিত বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করেছে সরকার**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৪(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ডিজেলের মূল্য হ্রাস ও বর্তমান পরিচালনা ব্যয়জনিত কারণে ডিজেল চালিত বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ ভাড়া নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করেছে।

আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার রুটে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের (৩১ আগস্ট) জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাত্রী প্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ ভাড়া ২.১৫ টাকার স্থলে ২.১২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাসের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৪৫ টাকার স্থলে ২.৪২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী মিনিবাস এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর আওতাধীন জেলার (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা) অভ্যন্তরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস উভয় ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৩৫ টাকার স্থলে ২.৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভাড়া যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৮ টাকা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যা কমিয়ে বাস/মিনিবাসের আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা হলে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ-ক অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া আনুপাতিকভাবে পুনর্নির্ধারিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে রুট পারমিট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)/যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি হতে আনুপাতিকভাবে ভাড়ার হার অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

এ ভাড়ার হার গ্যাস চালিত বাস/মিনিবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ডিজেল চালিত বাস ও মিনিবাসের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন/আদেশ এতদ্বারা রহিত করা/কিংবা বাতিল করা হয়েছে।

এ ভাড়ার হার প্রতিটি বাস ও মিনিবাসের দৃশ্যমান স্থানে আবশ্যিকভাবে টাঙিয়ে রাখতে হবে। জনস্বার্থে জারিকৃত এ ভাড়ার হার ২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

তরিকুল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০১০

**কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার এক হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ**

রংপুর, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার প্রান্তিক পর্যায়ের এক হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ শুরু হয়েছে।

আজ রৌমারী উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদ হাসান খান।

কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় তালিকাভুক্ত প্রত্যেক কৃষককে ৫ কেজি করে উচ্চফলনশীল জাতের ধানবীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হচ্ছে।

#

মামুন/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০০৯

**ঈদ উপলক্ষ্যে রংপুর বিভাগে চাল পাচ্ছে ২২ লাখ ৮১ হাজার ব্যক্তি**

রংপুর, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে রংপুর বিভাগের ৮ জেলার মোট ২২ লাখ ৮১ হাজার ৬২৪ জন দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তির মাঝে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে।

এর মধ্যে রংপুর জেলার ২ লাখ ৮৬ হাজার ৩৪৫ জন, গাইবান্ধা জেলার ৩ লাখ ৫১ হাজার ৫৩৩ জন, কুড়িগ্রাম জেলার ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৪৯৯ জন, নীলফামারী জেলার ২ লাখ ৫২ হাজার ১৮২ জন, লালমনিরহাট জেলার ১ লাখ ৪১ হাজার ২৭৬ জন, দিনাজপুর জেলার ৫ লাখ ৯২ হাজার ৩৩ জন, ঠাকুরগাঁও জেলার ১ লাখ ২৪ হাজার ১৬৬ জন এবং পঞ্চগড় জেলার ৬৪ হাজার ৫৯০ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় এই সহায়তা প্রদান করছে।

উল্লেখ্য, পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তির মাঝে এসব বিতরণ করা হবে।

#

মামুন/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০০৮

**যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন দেশপ্রেমিক বাঙালির হৃদয়ে**

 **-- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন দেশপ্রেমিক বাঙালির হৃদয়ে।

আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে জাতীয় সংবাদপত্র পরিষদ আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও রমজানের তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। জাতীয় সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মোঃ নূর হাকিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই, তিনি অমর। তাঁর কীর্তিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁর আদর্শ চির জাগ্রত। তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সবাইকে এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

স্বাধীনতার ৫৪ বছরে বাংলাদেশের অর্জন তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংস ও জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রায় সপরিবারে স্বাধীনতার মহানায়কে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে যদি হত্যা করা না হত তাহলে বাংলাদেশ আরো অনেক দূর এগিয়ে যেত।

রমজানের তাৎপর্য সম্পর্কে ধর্মমন্ত্রী বলেন, রমজান মুসলমানের জন্য প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনের মাস। এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে সকল ধরনের পাপকার্য থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলাবোধ, পরোপকার, সৎচিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের যে অনুশীলন করা হয়, সেটি জীবনের বাকি সময়ে প্রতিপালন করার মধ্যেই রোজার মূল তাৎপর্য নিহিত।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গণমাধ্যমে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকেও দেশবাসির সামনে তুলে ধরার অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইদ্রিশ আলী নান্টু বক্তৃতা করেন।

পরে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

#

আবুবকর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০০৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে হবে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ**

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে নেতা-কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, সুষ্ঠু ও অবাধ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা অভাবনীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে দেশে বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে। এদের মোকাবিলা করতে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারার বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। বরিশাল আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জনগণকে এসব কর্মূচির সুফল সফলভাবে পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য উন্নয়নের গ্লোবাল রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ অর্জনকে ধরে রাখতে হবে সম্মিলিতভাবে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

আহসান/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

Handout Number : 4006

**Environment Minister urged parliament members**

**to raise commitments for climate action**

Dhaka, April 1:

Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury urged parliament members to raise their expectations and commitments for climate action. He said Climate change is not just an environmental issue; it is an existential crisis that demands urgent and unified action. The outcome of our response to climate change will determine the fate of our planet and future generations. There is no greater threat facing humanity today than climate change and Bangladesh stands at the forefront as ground zero for its impacts.

Environment Minister said this today afternoon while delivering a poignant and forward-thinking speech on the occasion of announcement of the newly formed committee of Climate Parliament, Bangladesh held at hotel Sheraton in the Capital.

Environment Minister said Bangladesh aspires to be champion in finding solutions to the challenges posed by climate change. Adopting a whole-of-society approach, we must bring together people from all sectors to confront these challenges head-on. Let us work together tirelessly to address the urgent needs of our planet.

Minister Saber Hossain Chowdhury underscored the critical role of platforms such as the Climate Parliament in fostering international cooperation and driving sustainable solutions to mitigate the impacts of climate change. He expressed his unwavering commitment to leveraging the collective expertise and resources of the newly formed committee to advance climate resilience efforts worldwide.

Saber Chowdhury said the announcement of the new committee of the Climate Parliament, Bangladesh signifies a significant step forward in the global fight against climate change. As nations around the world grapple with the escalating climate crisis, collaborative platforms such as these play a pivotal role in catalyzing meaningful action and driving positive change.

Speaker Shirin Sharmin Chaudhury was present as the chief guest in the occasion whereas Chairperson of Climate Parliament, Bangladesh, Tanvir Shakil Joy MP and Convener of Climate Parliament Nahim Razzaq were present among others. Parliament Members, Environment Experts, policymakers, and environmental advocates were also present to mark this significant milestone in the global fight against climate change.

#

Dipankar/Shafi/Rafiqul/Salim/2024/19.30 Hrs

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ৪০০৫

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত ও আইওএম মিশন প্রধানের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র, (১ এপ্রিল)

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলো (Heru Hartanto Subolo) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (International Organization for Migration) মিশন প্রধান আব্দুসাত্তর ইসোয়েভ (Abdusattor Esoev) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ ঢাকার সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকে তারা পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার করার অঙ্গীকার করেন।

বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া উভয় দেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী ড. হাছান ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং দেশটির নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানান।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উচ্চ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে পাম অয়েল শোধনাগার এবং পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠায় ইন্দোনেশিয়ার বিনিয়োগকে স্বাগত জানান এবং বলেন, দেশে একশত ইকোনমিক জোন বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত।

হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মিয়ানমারে তাদের স্বদেশে দ্রুত প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য ইন্দোনেশিয়া এবং আসিয়ানের প্রতি আহ্বান জানান।

আইওএম মিশন প্রধান আব্দুসাত্তর ইসোয়েভ বাংলাদেশের সাথে সংস্থার সম্পর্কের সূত্রপাত থেকে আজ অবধি কার্যক্রমের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

মন্ত্রী আইওএম’কে ধন্যবাদ জানান এবং বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মিয়ানমারে তাদের স্বদেশে দ্রুত প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান বলে বর্ণনা করেন। পাশাপাশি ক্লাইমেট মাইগ্র্যান্টস বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুতদের বিষয়ে আইওএমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আইওএম মিশন প্রধান এ বিষয়গুলোতে তাদের জোর তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০০৪

**বিরাজনীতিকরণের নামে বুয়েটকে জঙ্গিবাদের আখড়া বানানো যাবে না**

 **---পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র, (১ এপ্রিল)

বিরাজনীতিকরণের নামে আমরা বুয়েটকে (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) জঙ্গিবাদের আখড়া বানাতে পারি না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি-বাচসাস এর ৫৬ বছরপূর্তিতে ‘মুক্তিযুদ্ধের স্মার্ট বাংলাদেশ’ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ কথা বলেন। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ এমপি বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বুয়েটে সবসময় ছাত্ররাজনীতি ছিল। দেশের অনেক বরেণ্য রাজনীতিবিদ বুয়েট থেকে পাশ করেছে ৷ কিন্তু একটা গোষ্ঠী নির্বাচন বয়কট করেছিল এবং পরে বিদেশিদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, যে কিছু হয় কি না। কিন্তু বিশ্বনেতারা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানোর ফলে তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। তারাই বুয়েটকে বিরাজনীতিকরণের মাধ্যমে পুরো দেশকে বিরাজনীতিকরণ করতে চায়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বুয়েটে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার বিচারও হয়েছে। কিন্তু প্রগতিশীল রাজনীতি বন্ধের আড়ালে সেখানে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্টী সক্রিয় হয়েছে কি না সেটি খুঁজে বের করতে হবে।

‘ক্যাম্পাসের বাইরে রাজনীতি করার অপরাধে বুয়েট ছাত্রকে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করার ঘটনা ঘটেছে -এটি কোন ধরনের সিদ্ধান্ত, সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে’ উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বুয়েটে সাধারণ ছাত্ররা যে আন্দোলন করছে সেটিকে সম্মান জানাই। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে একটি শ্রেণি বুয়েটকে জঙ্গিবাদের আখড়ায় পরিণত করার আশংকা করা হচ্ছে । এটি কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বুয়েটে জঙ্গিবাদ ঢুকেছে কি না সেটিও দেখা দরকার।

এ সময় শিক্ষার্থীদেরকে বিপথগামীতা থেকে বাঁচাতে সংস্কৃতিচর্চায় গুরুত্বারোপ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ অর্ধশতাধিক বছর ধরে বাচসাসের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। ড. হাছান বলেন, দেশে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ দরকার। পাড়া-মহল্লায় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো দরকার। তাহলেই ছাত্ররা বিপথে যেতে পারবে না।

বাচসাস সভাপতি রাজু আলীমের সভাপতিত্বে ভারতের নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) শাবান মাহমুদ, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, সম্পাদক ফোরামের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম রতন, বাচসাস সাধারণ সম্পাদক রিমন মাহফুজ প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০০৩

**১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস আগামীকাল**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল):

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও আগামীকাল ২ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হবে ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- ‘সচতেনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা’।

দিবসটি উপলক্ষ্যে অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নীলবাতি প্রজ্জলন করা হবে। এছাড়া অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে রোড-ব্র্যান্ডিং, বিশেষ স্মরণিকা ও লিফলেট ছাপানো হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধান অতিথি থাকবেন। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ।

অনুষ্ঠানে পাঁচ ক্যাটেগরিতে ১৩টি পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- ক্যাটেগরি ‘ক’- অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল ব্যক্তি ক্যাটেগরিত মুইদ হাসান, মোছা: লায়লা বেগম, অহম্মেদ সিয়াম তন্ময়; ক্যাটেগরি ‘খ’- অটিজম নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান- প্রয়াস, চট্টগ্রাম, অরুনোদয়, কল্যাণী ইনক্লুসিভ স্কুল; ক্যাটেগরি ‘গ’- প্রতিবন্ধিতা উত্তরণে কাজ করে এমন ব্যক্তি-অধ্যাপক ডা: মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী আরজু, মো: সুমন মজুমদার, আলমগীর হোসাইন; ক্যাটেগরি ‘ঘ’- সফল পিতা মাতা- আশরাফুন নাহার, মোঃ আশরার বিল্লাহ খান এবং ক্যাটেগরি ‘ঙ’- সফল কেয়ার গিভার মারজাহান বেগম, সাজেদা আক্তার ।

#

জাকির/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৪০০২

**জলবায়ু অভিযোজনের জন্য সরকার প্রতি বছর ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র, (১ এপ্রিল)

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সরকার জলবায়ু অভিযোজন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতি বছর ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য বছরে ৯ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, তাই অতিরিক্ত অর্থ আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। তিনি এ ক্ষেত্রে সরকার, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন।

পরিবেশমন্ত্রী রাজধানী ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে যুক্তরাজ্য সরকারের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ এবং উন্নয়ন অফিস (FCDO) এর প্রকৃতি-ভিত্তিক অভিযোজন প্রতি সমৃদ্ধ ও দক্ষ জীবনধারা এবং জীবিকা বাংলাদেশ (NABAPALLAB) প্রকল্প উদ্বোধন করার সময় এ কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এবং পাখি ও মাছের প্রজননক্ষেত্র হাকালুকি হাওরের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষায় কাজ করা হবে। আয় বৃদ্ধির কৌশল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি এই এলাকাগুলোতে চ্যালেঞ্জ কমাতে আশপাশের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। সম্প্রদায়গুলোকে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া, সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নীতকরণ এবং লবণসহনশীল ফসল এবং জলবায়ু-প্রতিরোধীর মতো সমাধানগুলো চালু করার ক্ষেত্রে জড়িত করা হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) ড. ফাহমিদা খানম; কেয়ার এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক রমেশ সিং; প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমির হোসাইন চৌধুরী; জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত এবং নবপল্লবের চিফ অভ্ পার্টি সেলিনা শেলী খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে দাতা সংস্থা প্রতিনিধি, অতিথিবৃন্দ এবং বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় কর্মরত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪০০১

**উপজাতীয় শরণার্থী টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান**

**সুদত্ত চাকমার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র, (১ এপ্রিল)

সুদত্ত চাকমা উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) নিযুক্ত লাভ করায় আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্মৃতি সমাধিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং ৩২ নম্বর বাসভবনে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

এসময় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সৌধ ও জাদুঘরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইয়াসমীন আক্তার, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মীয় কলাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্ত বড়ুয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন করার কথা রয়েছে।

সুদত্ত চাকমা ২৯ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ তথ্য কমিশনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তথ্য কমিশনার (সচিব পদমর্যাদা) পদে নিযুক্ত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭১৫ ঘণ্টা

Handout Number: 4000

**Govt is spending 3.5 billion dollars per year for climate adaptation**

 **---Environment Minister**

Dhaka, 1 April:

Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury said the government is working committedly for climate adaptation actions by spending 3.5 billion dollars every year. But actually, 9 billion dollar is needed for adaptation activities. He said collaboration among Government, NGOs and international development partners are important in this regard. Government will empower communities, particularly women, to overcome climate challenges and adapt to changing circumstances.

Environment Minister said these while launching UK Government’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)'s the Nature-Based Adaptation Towards Prosperous & Adept Lives & Livelihoods in Bangladesh (NABAPALLAB) project at a national program held at Hotel Intercontinental, in the Capital.

Minister Chowdhury said two critically important ecological areas, namely the Sundarbans, the world’s largest mangrove forest, and Hakaloki Haor, a vital breeding ground for birds and fish, will be worked on to be protected. Surrounding communities will be collaborated with to minimize disruptions to these habitats while providing training in income generation and natural disaster preparedness. Communities will be involved in training in eco-friendly technologies, promoting sustainable resource management practices, introducing solutions like saline-tolerant crops, renewable energy, and climate-resilient housing.

Sarah Cooke, the British High Commissioner to Bangladesh; Additional Secretary (Environment) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Dr. Fahmida Khanom; Ramesh Singh, Regional Director of CARE Asia; Md. Amir Hossain Chowdhury, the Chief Conservator of Forests; Climate Expert Professor Dr. Ainun Nishat and Selina Shelley Khan, Chief of Party, NABAPALLAB also spoke in the occasion.

Representatives of donor agencies, representatives of local communities, guests, and staffs working to protect Bangladesh's environment were also present in the occasion.

#

Dipankar/Shafi/Rafiqul/Abbas/2024/1657 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৯

**বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতির এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল**

ঢাকা, ১৮ চৈত্র (১ এপ্রিল) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে জারিকৃত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতি পরিচালনার জন্য গঠিত এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

এ সমিতি পরিচালনার জন্য ২০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল; যা ২০২৩ সালে পুনরায় আরো দু’বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়। বিধি-বর্হিভূতভাবে কমিটির নিয়োগ, কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রেক্ষিতে এডহক কমিটি বাতিল করা হয়।

#

মাহমুদুল/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৮

**অর্থসচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত**

**২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ইস্যুকরণ**

**ঢাকা,** ১৮ চৈত্র **(**১ এপ্রিল**) :**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সম্বলিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটে অর্থসচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এর স্বাক্ষর সংযোজনপূর্বক নূতন নোট মুদ্রণ করা হয়েছে যা ০২/০৪/২০২৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস হতে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিস থেকে ইস্যু করা হবে।

অর্থসচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার স্বাক্ষরিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটের রং, পরিমাপ, জলছাপ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রচলিত নোটের অনুরূপ থাকবে। নূতন মুদ্রিত নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত থাকা ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রা যুগপৎ চালু থাকবে।

#

এলিশ/ফাতেমা/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ভুটানের জংখ্যা ভাষায় অনূদিত**

থিম্পু (ভুটান), ১ এপ্রিল :

ভুটানের থিম্পুর জিচেনখার মিলনায়তনে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ভুটানের জংখ্যা ভাষায় প্রকাশিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমূল্য গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। হিমালয়ের মানুষের জন্য উন্মুক্ত হলো ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক জাতির পিতার দৌহিত্রী সায়মা ওয়াজেদ এবং ভুটানের প্রিন্সেস ডেচেন ইয়াংজোম ওয়াংচুক জাতির পিতার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এর ভুটানি অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন করেন। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভুটানের সর্বোচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ভুটান স্টাডিজ (সিবিএস) এর কমিশনার ও ভুটানের প্রখ্যাত লেখক দাশো কর্মা উড়ার নেতৃত্বে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ জংখ্যা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তান্ডিন ওয়াংচুক, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ইয়ন্তেন ফুন্টশো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিয়নপো শেরিং, শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী নামগিয়াল দরজি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ভুটানে নিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূ্ত, থিম্পু ভিত্তিক কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, সচিব, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সায়মা ওয়াজেদ বলেন, জাতির পিতার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ভুটানের জংখ্যা ভাষায় অনুবাদ সাংস্কৃতিক সংযোগের নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং বইটি ভুটান ও বাংলাদেশের গবেষকদের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ইতিহাসে নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটনে বইটির জংখ্যা সংস্করণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ ভাষায় অমূল্য অনুবাদটি সম্পন্ন করার জন্য তিনি ভুটান সরকার এবং সিবিএসকে ধন্যবাদ জানান।

#

সুজন/ফাতেমা/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৬

**বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,**  ১৮ চৈত্র **(**১ এপ্রিল**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭তম ‘বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৪’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, অটিজম বিষয়ক গবেষক, শিক্ষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-‘সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার অটিজম ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার। বিগত ১৫ বছরে আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে ব্যাপক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি। এর মধ্যে রয়েছে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯। আমাদের সরকার এসকল আইনের সফল বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ‘কাউকে পিছনে রেখে উন্নয়ন নয়’-এ নীতির আলোকে আমরা সমাজের সকলের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) দেশের ১৪টি স্থানে প্রকল্প হিসেবে ১৪টি ‘অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি ‘চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের সাথে ট্রাস্ট যৌথভাবে ‘বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা’ বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের সরকার এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় ‘জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা’ (National Strategy and Action Plan : 2016-2030) প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার জন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। একইসাথে শিক্ষকদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অমৌখিক যোগাযোগের জন্য ‘বলতে চাই’ এবং অটিজম বিষয়ক প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা শনাক্তকরণের জন্য ‘স্মার্ট অটিজম বার্তা’ নামক দুটি অ্যাপস্ তৈরি করেছে।

আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সকলের সাথে অটিজম ও প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আরো বেশি প্রযুক্তিবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে আমি এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টকে আহ্বান জানাই। আমার বিশ্বাস, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানবিক পরিবেশে গড়ে তোলা হলে তারাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমি ‘১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/ফাতেমা/রবি/কলি/শামীম/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৯৫

**বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ১৮ চৈত্র **( ১ এপ্রিল):**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ বছরও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসএ্যাবিলিটি (এনডিডি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং অটিজম নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা’ যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অংশ। সরকার প্রতিবন্ধী ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত আন্তরিক। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার ইতোমধ্যে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১৩’, ‘নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’, ‘বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮’ এবং ‘প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা প্রদানের পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং ও থেরাপি সেবা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইতোমধ্যে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণের জীবনমান উন্নত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনি করি।

অটিজম ও এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী সেবা ও ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। তাই অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের যথাযথ পুনর্বাসনে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের পথ আরো প্রসারিত হবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/কলি/মাসুম/২০২৪/১১৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ